অধ্যায় ১৮

রঙ্গমঞ্চের কোম্পানিতে

0680CH18

শিল্পীদের একটি বড় দলের সাথে থাকার কথা কল্পনা করো যারা প্রতিদিন কেবল রঙ্গমঞ্চের অনুষ্ঠান করে এবং এর মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।তুমি প্রতিদিন রিহার্সাল করবে, পোশাক পরবে, মেকআপ করবে এবং প্রতিদিন অনুষ্ঠান করবে! তুমি খাওয়া, খেলাধুলা, ঘুমানো এবং এমনকি তাদের সাথে ভ্রমণ করবে অনুষ্ঠান করার জন্য। এগুলিকে বলা হত, 'কোম্পানি রঙ্গমঞ্চ', যা অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল। খুব কম লোকই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে!

এসো আমরা কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের এই আকর্ষণীয় ধারণাটির এক ঝলক দেখি যা এখন প্রায় অস্তিত্বহীন।

কোম্পানির রঙ্গমঞ্চের নাট্য সঞ্চালনকারী শিল্পীদের পেশাদার সংস্থাগুলি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। সপ্তদশকের গোড়ার দিকে কলকাতায় এই ধরনের নাট্যদল ছিল। এটি

একটি শো শেষে কোম্পানি থিয়েটার টিম

ধারণা প্রবর্তিত

- ভারতে কোম্পানি থিয়েটারের ধারণা
- জনপ্রিয় কোম্পানি এবং তাদের পতন

© NCERT not to be republished

পার্সি নাট্যদল

সাধারণত বিপুল সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত, তাদের প্রয়োজনীয়তাগুলিতে স্বাবলম্বী, পেশাগত এবং ব্যক্তিগতভাবে। এই দলগুলিতে সবাই ছিল - মেক-আপ এর লোক, পোশাক দর্জি, মঞ্চ পরিকল্পনা, চিত্রশিল্পী, আলোকসজ্জা, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, গায়ক, লেখক, রাঁধুনি, ম্যানেজার এবং হিসাবরক্ষক। বেশির ভাগ সময়ই শিশুসহ পুরো পরিবারই এর অংশ হয়ে থাকত! তারা একসাথে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে সারা জীবন ভ্রমণ করেছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণকারী প্রথম কোম্পানি রঙ্গমঞ্চের দলগুলি ছিল মহারাষ্ট্রের বোম্বেতে 'পার্সি রঙ্গমঞ্চ কোম্পানি', যা ১৮৫০ থেকে ১৯৩০-এর দশকে সারা ভারত জুড়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।

১৮৫৩ সালে 'পার্সি নাটক মানসেরা আলী' নামে প্রথম পার্সি থিয়েটার কোম্পানি তাদের প্রথম নাটক 'রুস্তম জবুলি ও সোহরাব' মঞ্চস্থ করে। এর পরে রাজা আফ্রাসিয়াব, রুস্তম পেহলভান এবং পাদসাহ ফারেদুন ছিলেন। দ্বারা

১৮৬০ সালে মুম্বাইয়ে ২০টিরও বেশি পার্সি রঙ্গমঞ্চের দল গঠিত হয়।

তাদের রঙ্গমঞ্চের যবনিকা শৈলীর প্রযোজনা সারা ভারত জুড়ে অনেক নাট্য প্রযোজনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশের অন্যান্য অংশে কোম্পানির রঙ্গমঞ্চেটি গড়ে উঠেছিল।

জনপ্রিয় কোম্পানি, দৃশ্য এবং গল্প

সুরভী থিয়েটার বা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর নাট্য মণ্ডলী ১৮৮৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে গঠিত হয়েছিল। এর প্রথম নাটক ছিল কীচক বধা। এটি একটি পারিবারিক রঙ্গমঞ্চেটির সংস্থা যা হিন্দু ভিত্তিক গল্প পরিবেশন করে। ঐতিহ্য ও ইতিহাস ১৩৮ বছর ধরে টিকে থাকা কয়েকটি দলের মধ্যে এটি একটি। সুরভী থিয়েটার এখনও নিম্নলিখিত নাটকগুলি প্রদর্শন করে -

সুরভী থিয়েটার নাটকগুলি মঞ্চে যাদু, লাইভ ভিএফএক্স এবং যুক্তিকে অস্বীকার করার কৃতিত্বের জন্য পরিচিত

© NCERT not to be republished

শ্রীকৃষ্ণ লীলা: ছোটো কৃষ্ণের কৃতিত্ব।
জয় পাথালা ভিরাভি: লোককিংবদন্তি থোটা রামাদুর এর গল্প।
ভক্ত প্রহ্লাদ: প্রহ্লাদের গল্প - একটি নিবেদিত প্রাণ শিশু।
মায়া বাজার: দৈত্য রাজা ঘটোৎকচের গল্প।
শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর উদ্ভাবম (শ্রীনিবাস কল্যাণম)।
বালানাগাম্মা: এক দুষ্ট জাদুকরের গল্প।

কর্ণাটকের নাটক মণ্ডলী ১৮৭৪ সালে কর্ণাটকের গাদাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পেছনের ব্যক্তি হলেন সাক্কেরে বালাচার্য (শান্তা কবি)। কীচক, বানাসুর এবং বস্ত্র অপহরণের মতো নাটকগুলি মঞ্চে খুব জনপ্রিয় ছিল।
প্রায় একই সময়ে, হলসাঙ্গি নাটক মণ্ডলী কর্ণাটকের বিজাপুর জেলার হালসাঙ্গিতে শুরু হয়েছিল। ভেঙ্কান্নাচার্য আগলগাট্টি রচিত শ্রীমতী পরিণায়, মদলাসা পরিণয়, দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ এবং ভৌমাসুর বধ ইত্যাদিও জনপ্রিয় ছিল।
তাদের মহীশূরের মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, যারা তাদের সমর্থন করেছিলেন এবং প্রদর্শিত চিত্রকলাকে উৎসাহিত করার জন্য উদারভাবে দান করেছিলেন।

শ্রী চান্নাবাস্বেশ্বর নাটক মণ্ডলী বা বিখ্যাত গুব্বি কোম্পানি ছিল কর্ণাটকের সবচেয়ে বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চের কোম্পানি। তাদের জনপ্রিয় নাটক সাধারামে, সুভদ্রা, হেমারেড্ডি মাল্লাম্মাসহ আরও অনেকে সবসময় হাউসফুলঅনুষ্ঠান চালাতেন। টিকিট কেনার জন্য দিনের পর দিন লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন সাধারণ মানুষ!

গুব্বি কোম্পানি

© NCERT not to be republished

কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য -

- এই দলই প্রথম মহিলাদের অভিনয় করার অনুমতি দিয়েছিল।
- সর্বাধিক বিখ্যাত কন্নড় অভিনেতা ডঃ রাজকুমার এই সংস্থায় তাঁর রঙ্গমঞ্চের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।কর্ণাটকের বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চের পরিচালক বিভি কারান্থও এখানে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।
- **বর্তমান পরিস্থিতি**
  স্বাধীনতার পরে ভারতে কোম্পানি থিয়েটারের যুগ ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছিল। পতনের পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল- বেশিরভাগ সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় আর্থিক দক্ষতা দিয়ে পরিচালিত হয়নি।
- চলচ্চিত্র শিল্পের অভিনব কৌশলগুলি খুব শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়িয়েছিল।
- কিছু সংস্থা অস্বাস্থ্যকর হাস্যরসের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়বস্তু এবং গল্পগুলি কম পরিবারবান্ধব হয়ে ওঠে।
- অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের বা হাভিয়াসি রঙ্গমঞ্চের ধারণাটি তার সুবিধার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ভারতের পেশাদার রঙ্গমঞ্চ

বর্তমানে,কোম্পানির রঙ্গমঞ্চে হ্রাস পেয়েছে, এমন অনেক পেশাদার ভাণ্ডার রয়েছে যা উচ্চমানের প্রযোজনা সরবরাহ করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে, রঙ্গমঞ্চের কৌশলগুলিও উন্নত হয়েছে এবং এটি উন্নত অভিজ্ঞতার জন্য অনুমতি দেয়।

© NCERT not to be republished